WELLAND GOULDSMITH SCHOOL, PATULI
CLASS - VIII
BENGALI 2ND LANGUAGE
SESSION - 2020 – 2021

কবিতা – বাল্মীকি
কবি – মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

'বাল্মীকি' কবিতায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত দস্যু রত্নাকরের মহাকবি বাল্মীকি হয়ে ওঠার কাহিনীকে অসাধারণ দক্ষতায় সনেটের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

আলোচ্য কবিতায় আমরা দেখি যে কবি স্বপ্নে এক গহন অরণ্যে ভ্রমণ করছেন একা একা। সেই বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে মধুকবি দেখতে পেলেন এক যুবককে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে। সেই যুবকের কাছেই একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়েছিলেন যাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন গুরু দ্রোণাচার্য নির্ভীক চিত্তে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছেন। এই বৃদ্ধ হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং যুবকটি হলেন দস্যু রত্নাকর।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই যুবকটিকে প্রশ্ন করলেন যে কেন সেই যুবকটি তাকে হত্যা করতে চায়। উত্তরে সেই যুবক বলল যে সে বৃদ্ধকে হত্যা করে তাঁর সব ধন সম্পদ কেড়ে নেবে।

সহসা কবির স্বপ্ন যেন পরিবর্তিত হয়ে গেল। দ্রুত তিনি অপূর্ব মধুর বীণার স্বর শুনতে পেলেন যেন। তাঁর কানে মধুর কবিতা ধ্বনি বেজে উঠলো। তার মনে হলো এ যেন কোন দেবতার, কোন মানবের নয়। স্বয়ং দেবী সরস্বতী যেন ব্রহ্মার মন তুষ্ট করার জন্য ঐ রূপ মধুর সংগীত আরম্ভ করেছেন। আসলে সেই মধুর সুর মহাকবি বাল্মীকির শ্লোক আবৃত্তি। প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে দস্যু রত্নাকর হয়ে উঠেছেন মহাকবি বাল্মীকি। মধুকবির পরিবর্তিত স্বপ্নে দস্যু রত্নাকর পরিবর্তিত হলেন মহাকাব্যের রচয়িতা বাল্মীকি রূপে।

আসলে দস্যু রত্নাকর নিজের ভুল বুঝতে পেরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ব্রহ্মার কথামতো রামনাম জপ করতে শুরু করেছিলেন । তপস্যাকালে তাঁর সারা শরীরের উপর উঁইপোকার ঢিবি তৈরি হয়ে গেছিল। উঁইপোকার অপর নাম হলো বল্মীক। এই উঁইঢিবির মধ্যে বসে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে রত্নাকরের নাম হলো বাল্মীকি।

WELLAND GOULDSMITH SCHOOL, PATULI
CLASS - VIII
BENGALI 2ND LANGUAGE
SESSION - 2020 - 2021
WORKSHEET

কবিতা - বাল্মীকি
কবি - মাইকেল মধুসূদন দত্ত

1. নীচের প্রশ্ন গুলির সংক্ষেপে উত্তর দাও :

ক) রত্নাকর কিভাবে তাঁর সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন?
খ) রত্নাকরের নাম কি কারণে বাল্মীকি হয়েছিল?
গ) রত্নাকর কিভাবে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন?
ঘ) কোন মহাকাব্য রচনা করে বাল্মীকি যশস্বী হয়েছেন?
ঙ) বাল্মীকির পূর্ব নাম কি ছিল?

2. বোধগম্যতার পরীক্ষামূলক প্রশ্ন :

১. " স্বপনে ভ্রমিণু আমি গহন কাননে
একাকী। দেখিনু দূরে যুব একজন
দাঁড়ায়ে তাঁহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ– "

– কে স্বপ্নে ভ্রমণ করলেন? কোথায় ভ্রমণ করলেন? স্বপ্নে কোন যুবাকে দেখলেন? তাঁর কাছে কে দাঁড়িয়ে আছেন?

২. " চাহিস বধিতে মোরে কিসের কারণে?
জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবর মধুর বচনে।
" বধি তোমা হরি আমি লব তব ধন ",

উত্তরিলা যুব-জন ভীম গরজনে। – "

– দ্বিজবর যুবাকে কি জিজ্ঞাসা করলেন? যুবকই বা কি উত্তর দিল? 'ভীম গরজনে' কথাটির অর্থ কি?

৩. " সে দুরন্ত যুব-জন, সে বৃদ্ধের বরে,
হইল ভারত, তব কবিকুল-পতি। "

– যুব-জন কে? বৃদ্ধ কাকে বলা হয়েছে?

3. ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১. " দাঁড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ –
দ্রোণ যেন ভয়শূন্য কুরুক্ষেত্র রণে।"

ক) এই ছত্র দুটি কোন কবিতার অংশ?
খ) কবি স্বপ্নাবেশে কি দেখেছিলেন?
গ) প্রাচীন ব্রাহ্মণ কোথায় দাঁড়িয়েছিলেন?
ঘ) ব্রাহ্মণের মনে কি কোনো প্রকার ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল? তাঁকে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

২. " শুনিনু সত্বরে –
সুধাময় গীত-ধ্বনি আপনি ভারতী
মোহিত ব্রহ্মার মনঃ স্বর্ণবীণা করে,
আরম্ভিলা গীত যেন – মনোহর অতি ; "

ক) কবি কি শুনলেন?
খ) কবির কানে কি সুর বেজে উঠল?
গ) তাঁর মনের অবস্থা কি হয়েছিল?

4. ব্যাকরণ :

১. শব্দার্থ লেখ :
প্রাচীন, ভয়শূন্য, উত্তরিলা, ভীম গরজনে, সুধাময়
আরম্ভিলা, মনোহর ।